হরতাল ডেকে কেন মাঠে নেই মেহেরপুরের বিএনপি নেতা- কর্মীরা?

আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে ও নিরপেক্ষ সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ গ্রেফতারকৃত সকল নেতাকর্মীকে মুক্তি দিতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল রবিবার (১৯ নভেম্বর) সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে। তবে হরতালের প্রথম দিনের সমাপ্তি হলেও জেলায় হরতালের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। চোখে পড়েনি বিএনপি নেতাকর্মীদের কোন ধরনের তৎপরতা। অন্যান্য দিনের মতোই মেহেরপুরে দূরপাল্লার গণপরিবহন ছাড়া সব ধরনের যানবাহন যানবাহন চলেছে। দোকানপাট খোলা ছিল অন্যান্য স্বাভাবিক দিনের মতোই।



জেলা ও উপজেলা শহরে বিএনপি কিংবা সমমনা দলের কোনো নেতাকর্মীকে সড়কে দেখা যায়নি, শুধুমাত্র পার্শ্ব রাস্তায় রাতের আধারে গুটিকয়েক লোকের মশাল মিছিল ও ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে শহর থেকে অনেক দূরে হরতাল সমর্থনে একটি কথিত ছে, অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যে বের হয়েছে। আস্তে আস্তে সব ধরনের যানবাহন রাস্তায় নামতে শুরু করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্ম-চাঞ্চল্যের পাশাপাশি সারাদিনই চলেছে ব্যক্তিগত ও ছোট যানবহন। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সকল দোকানপাট ও বিপনী বিতানগুলি খোলা ছিলো। হরতাল ঘিরে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। তবে হরতালে যেকোনো ধরনের বিশৃঙ্খলতা রোধে সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের।

ব্যাপারটি নিয়ে বাজার, চায়ের দোকান সহ বিভিন্ন জনসমাগমে চলছে নানা রকম বিশ্লেষণ। কেউ বলছে বিএনপি এখন ভার্চুয়াল আন্দোলনের দল, কেউ বলছে সরকারের কৌশলের কাছে হার মেনেছে বিএনপি। কেউ আবার বলছে মামলা ও গ্রেপ্তার আতঙ্কে বিএনপি নেতা কর্মীরা তঠস্থ। অনেকে আবার আরেক কাঠি সরেস হয়ে প্রশ্ন করছে দলের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে যারা রাজপথে ন্যূনতম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনা তারা ক্ষমতায় আসবে বিভাবে?

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এ বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লেয়ার বলেন,’আমি ঢাকায় থেকে কর্মসূচি পালন করছি। আমার বিরুদ্ধে বিনা কারণে একটি নাশকতা মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে আমি ঢাকায় থেকে দলীয় কর্মসূচিতে সাথে একাত্ম হয়েছি।এছাড়াও দলের চেয়ারপারসন অযোগ্য লোকদের দায়িত্ব দেয়ার কারণে মেহেরপুর জেলায় আন্দোলন বেগবান হচ্ছে না। যাদেরকে চেয়ারপার্সন দায়িত্ব দিয়েছেন তারা কেউই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি। ‘

জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘হরতাল ডেকে বিএনপি নেতা কর্মীরা মাঠে নেই এ কথাটা সঠিক না। বিএনপি গণমানুষের একটি দল। আমরা সাধারণ মানুষের সাথে আছি। জান মালের নিরাপত্তার কথা বলে সারাদেশে ভীতিকর অবস্থার অবতারণা করা হয়েছে। সুষ্ঠু ভোটাধিকারের কথা বললেই নেতাকর্মীদের জেলে পাঠানো হচ্ছে। বিরোধী মতের একটি মানুষও স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না।’

জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু বলেন, ‘বর্তমান সরকার বিএনপিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা না করে পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করছে দমন পীড়ন চালানোর জন্য। অতি উৎসাহী হয়ে প্রশাসন ও পুলিশের একটি অংশ কঠোর বল প্রয়োগের মাধ্যমে বিএনপি নেতাকর্মীদের রাস্তায় দাঁড়ানো তো দূরের কথা নিজ বাড়িতেও অবস্থান করতে দিচ্ছে না। এজন্যই সার্বিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা

করে আমরা ভিন্ন কৌশলে আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি।’

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সাংসদ মাসুদ অরুন বলেন,’ মেহেরপুর দেশের সবচেয়ে ছোট জেলা। আর জেলা শহর বলতে যেটা বোঝায় তার ব্যপ্তি খুবই কম। বিগত ১৪-১৫ সালে বিএনপির ৯৬ দিনের কঠোর কর্মসূচি পালনের কথা মাথায় রেখে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মেহেরপুরে তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে বিএনপিকে দমনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের আন্দোলন থেমে নেই। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত আমাদের নেতাকর্মীরা জনগণের সাথে মিশে আছে এবং তাদেরকে সাথে নিয়েই চুড়ান্ত আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। তৃণমূল নেতাকর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই মেহেরপুরে এবারের আন্দোলনটা একটু ভিন্ন কৌশলে পরিচালনা করা হচ্ছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জয় আসবেই,আপমর জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা বিজয়ী হব। ‘

হরতাল সমর্থনে মেহেরপুরে বিএনপির মিছিল

বিএনপি’র-জামাইয়াতের ডাকা ৪৮ ঘন্টা হরতালের প্রথম দিনে হরতাল সমর্থনে মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার ১৯ নভেম্বর ভোর ৬ টায় মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে আমঝুপি-গাড়াডোব সড়কে মিছিলটি শুরু হয় এবং সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

হরতালের কারণে সকাল থেকে আন্ত: জেলা বাস চলাচল বন্ধ থাকলেও, দোকানপাট খোলা আছে। এছাড়াও রিক্সা, ইজিবাইক সহ সকল ধরনের ছোট যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে হরতাল

কুষ্টিয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হরতাল চলছে। হরতাল চলাকালে ভোর থেকেই কুষ্টিয়া থেকে দূরপাল্লার সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মহাসড়কে বাসের পাশাপাশি ট্রাক চলাচল চোখে পড়েনি। তবে সড়কের পাশে ট্রাক থামিয়ে ড্রাইভার ও হেলপারকে অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোডে পুলিশ মেতায়েন রয়েছে।

রোববার (২৯ অক্টোবর) সকাল থেকে চলছে হরতাল। সিএনজি, রিকশা ও অটোরিকশা চলাচল করলেও দূরপাল্লার এবং অভ্যান্তরীন সড়কেও কোনো বাস কুষ্টিয়া ছেড়ে যায়নি।

কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম মজমপুর, চৌড়হাস, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল, রেলগেট, এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বিপুল সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান নিয়েছেন।

শহরের এনএস রোড ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বেলা বাড়ার সাথে শহরের কিছু দোকানপাট খুলেছেন।

কুষ্টিয়া সড়ক পরিবহন গ্রুপ আন্ত:জেলা কাউন্টারের টিকেট বিক্রয়কর্মী বাবু বলেন, ‘কাউন্টার খোলা রয়েছে সকাল থেকে। তেমন যাত্রী দেখা যাচ্ছে না। যাত্রীরা ছোট ছোট যানবাহনে যাত্রা করছে। দুর পাল্লার কোন বাসও ছাড়া হয়নি।’

বাস চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। দুরপার।লার যাত্রী সাধারন বাস না পেয়ে ফিেও যেতে দেখা গেছে। আবার অনেকেকে সিএনজি ও অটো রিকসায় যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

এদিকে, হরতালে যেকোন ধরনের নাশকতা এড়াতে শহরে পুলিশ মোতায়েনসহ আইনশৃক্সখলা বাহিনীর কড়া পাহারা লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর সমন্বয়ে র্যাব পুলিশ শহরে টহল দিচ্ছে।

মেহেরপুরে হরতালের সমর্থনে বিএনপির ঝটিকা মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাশের একটি গলিতে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ফজলুল হক, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলামসহ শতাধিক নেতাকর্মী ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন।

মেহেরপুরে ঢিলেঢালা হরতাল পালিত, বাস-লেগুনা বন্ধ

বিএনপির ডাকা সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঢিলেঢালাভাবে পালিত হচ্ছে মেহেরপুরে। অন্যদিনের মতোই দোকানপাট খোলা হয়েছে এবং ব্যক্তিগত যানবাহন, রিক্সা, ইজিবাইকের মত যানবাহনগুলো স্বাভাবিকভাবে চলছে । হরতালে যে কোন ধরণের নাশকতা ঠেকাতে বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেপুরের শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, অন্যান্য দিনের মত দোকানপাঠ খোলা রয়েছে। তবে কিছুটা সতর্ক অবস্থায় ব্যবসায়ীরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখা গেছে। তবে মোটরসাইকেল শোরুম, জুয়েলারি দোকানগুলো বন্ধ থাকতে দেখা গেছে।

মেহেরপুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে আন্ত:জেলা ও দুরপাল্লার কোন বাস বা লেগুলো ছেড়ে যায়নি। ফলে ইজিবাইক, রিক্সা,ভ্যান এবং ব্যক্তিগত

গাড়ি পথচারীদের ভরসা হয়ে দাড়িয়েছে।

এবিষয়ে ইজিবাইক চালকরা বলেন, আজকে হরতাল থাকার সত্ত্বেও পেটের দায়ে আমাদের বাইরে বের হতে হচ্ছে। হরতালের ভয় করে তো লাভ নেই পেট তো আর বসে থাকবে না।

তারা আরো জানান, হরতালের কোনো ভয় নেই। আমরা নির্ভয়ে আমাদের কাজ করে যাবো। আমরা দেখতে পারছি মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের একটি দল উপস্থিত আছে।

শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দর্শনায় আওয়ামী লীগের হরতাল বিরোধী মিছিল

বিএনপির ডাকা অবৈধ হরতালের বিরুদ্ধে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে আওয়ামী লীগ। মিছিলে যুবলীগ,ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।
শনিবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন পেশা জীবি মানুষ অংশ নেয় হরতাল বিরোধী মিছিলে। দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি দর্শনার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন শেষে দর্শনা পুরাতন বাজার দোয়েল চত্তরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্টিত হয়।
এ সময় বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, যুগ্ন সাধারন সম্পাদক নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, আ’লীগ নেতা, আব্দুল হান্নান, সোলায়মান কবির, আব্দুল হাকিম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের যুগ্ন সম্পাদক মান্নান খান, যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্টু,সাইফুল ইসলাম, হুকুম, আশফাকুর রহমান মুন, দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি,দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু প্রমুখ।